২। 'বাজিকর' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কে? তাঁর জীবিকা কী ছিল 'বাজিকর' গল্পটি অবলম্বনে তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

☞ 'বাজিকর' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রী রামরতন বসু অথবা প্রোফেসর বসু।

❑ তাঁর জীবিকা ছিল ম্যাজিক দেখানো। অর্থাৎ তিনি ছিলেন বাজিকর।

❑ 'বাজিকর' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রামরতন বসু প্রথম যৌবনে সুপুরুষ ছিলেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ষাট বৎসরের কম নয়, গল্পকার তার চেহারা বর্ণনায় আমাদের জানিয়েছেন, "গালের মাংসগুলি ঝুলিয়া গিয়াছে, চুল ও গোঁফ বিলকুল পাকা, লাঠি ধরিয়া একটু কোঙা হইয়া পথ চলেন। দেহের বর্ণটি এককালে খুব সুন্দর ছিল, এখন মলিন হইয়াছে, স্থানে স্থানে মেছেতা পড়িয়াছে, তথাপি এখনও রাগিলে গাল ও কপাল হইতে লাল আভা ফুটিয়া বাহির হয়। চোখ দুটি বড় বড়, তবে সাদা অংশগুলি ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে।"

❑ রামরতন বসু প্রথম জীবনে পৈত্রিক জমি থেকে অর্জিত অর্থে কালাতিপাত

Scanned by CamScanner

করতেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর তিন কন্যার বিয়ে দিতে গিয়ে তাঁকে জমিজমা বিক্রি করতে হয়েছে, এবং বাজার থেকে কিছুটা ঋণও নিতে হয়েছিল। প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। যদিও গল্পে মারা যাওয়ার প্রসঙ্গ নেই, তবুও আমরা ধরে নিতে পারি। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর দুই কন্যা সন্তান ছিল, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে রামরতনবাবু বাজার থেকে করা ঋণ পরিশোধ করে এবং আগামী দিনের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য কিছু ম্যাজিক দেখানোর জিনিসপত্র ক্রয় করেন। এই পর্যন্ত এসে রামরতনবাবুর চরিত্রের একটা দিক পরিষ্কার হয়ে যে তিনি দায়িত্ববান ব্যক্তি ছিলেন এবং ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে অপমানের সঙ্গে বাঁচার মানসিকতা তার ছিল না। তাই সাধারণ গৃহস্থ মানুষের যা অন্যতম ভরসা স্ত্রীর সেই গয়না পর্যন্ত তিনি বিক্রি করে দিয়েছিলেন, এই কাজের মধ্য দিয়ে তার আত্মবিশ্বাস-এরও পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা তিনি সর্বস্ব বিক্রি করে দিয়েও নিজের মনে ভরসা রেখেছিলেন যে, সংসার চালানোর পরেও যথাসময়ে বাকি দুই মেয়ের বিবাহ তিনি দিতে পারবেন।

❑ রামরতনবাবু নিজের বাড়ি ছেড়ে রঙ্গাপুরে টাউন হল ভাড়া করে ম্যাজিক দেখানো শুরু করেছিলেন। প্রথমদিকে ম্যাজিক দেখিয়ে রোজগার বেশ ভালোই হচ্ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সার্কাস আর থিয়েটারের মঞ্চে যুবতী মেয়েদের উপস্থিতির কাছে তার শুকনো বক্তৃতায় ম্যাজিক রীতিমত পরাজিত হয়ে যায়। এরকম অবস্থায় নিজের জীবন ধারণের টাকা জোগানো প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। তবু ভাগ্নে কুলদাকে রোজই একটা গাড়ি ভাড়া করে দিয়ে তিনি ম্যাজিকের বিজ্ঞাপন বিলি করতে পাঠান। অর্থাৎ সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র তিনি নন। জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজে টিকে থাকা যে জরুরি সে কথা রামরতন বসু ভালোই বোঝেন।

❑ পাঠশালার ছেলেরা আজকাল বলে যে তারাও ম্যাজিক দেখাতে পারে। চাষার ছেলেদের একথা শুনে ক্রোধান্বিত হন রামরতনবাবু। কারণ ম্যাজিক শুধু একটা খেলা নয়, এটা একটা সাধনাও বটে। সেই সাধনার নিন্দা তিনি সহ্য করতে পারেন না। এমত অবস্থায় হঠাৎ একদিন বাড়ি থেকে তার স্ত্রীর পত্র আসে। সেই পত্র পড়ে তিনি জানতে পারেন যে তাঁর ছোট্ট মেয়েটি ১০-১১ দিন থেকে রোগশয্যায় পড়ে আছে। পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে টাকা ধার করে তার বৌ তাঁকে ডাক্তার দেখিয়েছেন। কিন্তু এখন তার কোনো উপায় নেই। ঘরে একটিও টাকা নাই। তাই শীঘ্র রামরতনবাবু যেন কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন। এই পত্র পেয়ে তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, শুধু ভাগ্নে কুলদা এর সাক্ষী রইল।

❑ অর্থের জন্য রামরতনবাবু এবার এক নতুন ম্যাজিক দেখানোর বিজ্ঞাপন দিলেন। সেই বিজ্ঞাপন পাঠ করে ভাগ্নে কুলদা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল। বিজ্ঞাপনে লেখা হল সে প্রোফেসর বোস দর্শকদের সামনে মঞ্চে দাঁড়িয়ে একটা আস্ত মানুষকে ধীরে ধীরে কামড়ে কামড়ে খেয়ে ফেলবেন; পরে ইন্দ্রজাল দ্বারা পুনরায় সেই মানুষটিকে জীবিত করে তুলবেন। এই বিজ্ঞাপনে রঙ্গাপুরে দারুণ সাড়া পড়েছিল। তাই ম্যাজিক

Scanned by CamScanner

শো-এর দিন প্রচুর মানুষ জমতে লাগল টাউন হলের সামনে। বুদ্ধিমান রামরতনবাবু সুযোগ বুঝে টিকিটের দাম বাড়িয়ে দিলেন। তবুও সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গেল। টাউন হল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। এরপর প্রোফেসর বোস ম্যাজিক দেখানো শুরু করলেন। প্রথমে সাধারণ খেলা দেখানোর পর তিনি যখন তাঁর প্রস্তাবিত খেলা দেখানো আরম্ভ করবেন, তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য দর্শকদের মধ্য থেকে একজনকে মঞ্চে উঠে আসতে বললেন। প্রথমে দর্শকদের আসন থেকে একজনও উঠে এলেন না। বহুবার বলা সত্ত্বেও কাউকেই মঞ্চে আসতে দেখা গেল না। অবশেষে একটি কিশোর বালক ধীরে ধীরে মঞ্চে উঠে আসে। প্রোফেসর বোস ইচ্ছাকৃত ভাবে তাকে দেখে প্রথমে তাঁর লকলকে জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁটটি চেটে নিয়ে, ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে নিয়ে কিশোর বালকটির কাঁধে সজোরে একটি কামড় বসিয়ে দিলেন। সেই কামড়ের আঘাতে কিশোর বালকটি ছুটে মঞ্চ ছেড়ে পালিয়ে গেল। এদিকে দর্শকরা প্রোফেসর বোসকে 'জোচ্চর' বলে গালাগালি করতে থাকলে তিনি বলেন বিজ্ঞাপনের কোথাও তিনি বলেননি যে ইন্দ্রজালের সাহায্যে মানুষ খাবেন। তিনি বলেছেন যে ধীরে ধীরে কামড়ে কামড়ে মানুষটাকে খাবেন। তারপর ইন্দ্রজালের সাহায্যে তাকে বাঁচিয়ে তুলবেন। একথা শুনেও দর্শকরা তাদের অভিপ্রেত খেলা দেখতে না পেয়ে প্রোফেসর বোসকে গালিগালাজ করতে লাগল। তখন দর্শকাসনে উপবিষ্ট ইংরেজ পুলিশ সাহেবের কাছে করজোড়ে দাঁড়ালেন প্রোফেসর বোস এবং বিজ্ঞাপনের কথা তুলে ধরলো। ইংরেজ পুলিশ অফিসার নিজে বুদ্ধিমান ছিলেন বলেই প্রোফেসর বোসের বুদ্ধির তারিফ করে বললেন যে তোমার বয়স কম থাকলে তোমাকে পুলিশের দারোগা করে দিতাম। তোমার শয়তানি বুদ্ধি যথেষ্ট আছে। প্রোফেসর বোস ইংরেজ সাহেবের কাছে একপ্রকার প্রাণভিক্ষার আর্জি করলেন। তখন পুলিশ সাহেব দর্শকদের গোলমাল না করে নিজের নিজের বাড়ি ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন।

❑ এই ঘটনা থেকে রামরতন বসুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বুঝেছিলেন যে কোনো একটা সাংঘাতিক চমক না থাকলে দর্শক আর ম্যাজিক দেখতে আসবে না। তাই বিজ্ঞাপনে ওইরকম চমকের কথা লিখেছিলেন। আর সেই লোভেই দর্শকরা বেশি দামে টিকিট কিনতে একবারও দ্বিধা বোধ করেননি। সেই সঙ্গে তিনি এও জানতেন যে কোনো মানুষকে যদি তিনি খাওয়ার উদ্যোগ করেন তৎক্ষনাৎ সেই মানুষ মঞ্চ ছেড়ে ছুটে পালিয়ে যাবেন। আর তার ফলে তিনিও খেলা দেখানো থেকে অব্যাহতি পাবেন।

❑ আলোচনার শেষে আমরা বলতে পারি, 'বাজিকর' গল্পের প্রধান চরিত্র রামরতন বসু একজন দায়িত্বশীল, ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন, মমতাপরায়ণ, বিবেক ও ব্যক্তিত্ববান পুরুষ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছেন।

Scanned by CamScanner